ঝিনাইদহের সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ আ কা ম মামুনুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী কর্মকর্তা, কর্মচারী মিলে মানববন্ধন পালন করেন।

মানববন্ধনে অংগ্রহণকারী বলেন, তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নামক ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েন। কলেজটি জাতীয়করণ ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয় তার নিজের নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়মের প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার ভাটই বাজার এলাকায় কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কের পাশেই কলেজটির অবস্থান। অধ্যক্ষ মামুনুর রহমান প্রায়ই কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি তার ইচ্ছামত উপস্থিত হয়ে বিগত দিনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন।

বিগত দিনে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় তিনি শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের দীর্ঘদিন জিম্মি করে রাখায় এতো অনিয়মের পরেও ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পর্যন্ত করেনি। বর্তমান ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সাথে সাথে রূপ পরিবর্তন করে স্থানীয় দলের নেতাদের সাথে আতাত করে নতুন বুদ্ধি আটছেন। এদিকে তার শিক্ষাগত যোগ্যতায় এইচএসসি কম্পার্টমেন্টাল-১৯৮৯, আবার পাস কোর্স থেকে পাস। নিয়োগ বিধিতে আছে, যদি কেউ পাস কোর্স থেকে পাস করে তাহলে যে কোন একটিতে ১ম শ্রেনি থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তার শিক্ষা জীবনে কোন ১ম শ্রেণী না থাকলেও অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পান। এত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কিভাবে নিয়োগ পেল তা নিয়েও কথা উঠেছে।

আরো জানা যায়,কলেজটি ২০২৪ সালের জানুয়ারীতে জাতীয়করণ হয়। এরপর ব্যাকডেটে নিয়োগের মহাৎসোব শুরু হয়ে যায়। ব্যাকডেটে বিভিন্ন সময়ে ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ভূয়া সার্কুলারের মাধ্যমে ২০১৯ সালে মৃত ও অন্যত্র চলে যাওয়া ডিগ্রী শিক্ষকের পদে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে অবৈধভাবে ব্যাকডেটে নিয়োগ দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে